৭৬

দৈনিক সংবাদ

16 MAR 1997
তারিখ 18 MAR 1997
পৃঃ ... কলাম ...

প্রশ্নপত্র ফাঁস ঃ ১ জন গ্রেফতার, তদন্ত কমিটি গঠন, সব খতিয়ে দেখতে ডিসিদের নির্দেশ

প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ পেলেই ঐ বিষয়ে পরীক্ষা স্থগিত হবে

রাশেদ আহমেদ ॥ এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে। অপর একজনকে হন্যে হয়ে খোঁজা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় থেকে ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কাছে জরুরি ফ্যাক্স বার্তা পাঠানো হয়েছে অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সঠিক আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্যে। প্রশ্ন বিক্রির সাথে জড়িতদেরকেও গ্রেফতার করার জন্যে পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক গতকাল রাতে 'সংবাদ'কে বলেন, ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা স্থগিত করা হলেও অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষাগুলো যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে। যদি আবার কোন প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে ঐ বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিত করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় গতকাল প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তদন্তের জন্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

গত শুক্রবার রাতে পুলিশ উত্তরা দিশারী কোচিং সেন্টারের মালিকের ভাই শাজাহানকে গ্রেফতার করেছে। তার কাছ থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কিছু তথ্য পাওয়া গেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। শাজাহান উত্তরার ৪ নম্বর সেক্টরের ৫/ডি নম্বর বাসায় থাকেন। শাজাহানের ভাই আকবরকে পুলিশ খুঁজছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করছেন, কোচিং সেন্টারের মালিক আকবর হোসেন প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, দেশের ৬৪ জন জেলা প্রশাসকের কাছে জরুরি ফ্যাক্স পাঠানো হয়েছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্যে। তাদের কাছে এসএসসি পরীক্ষার যেসব প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়েছিল তার কোনও প্যাকেট ঠিক আছে কিনা, সীলগালা ইত্যাদি বিষয় 'চেক' করে জরুরিভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জানাতে বলা হয়েছে। সেই সাথে জেলায় জেলায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে কিনা তাও জানানোর নির্দেশ দেয়া হয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এক সূত্র জানায়, তারা গত তিনদিন বিভিন্নভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে, ইংরেজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। সূত্র জানায়, টঙ্গীতে ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের প্রশ্নপত্র বিক্রি হচ্ছে এই খবর পেয়ে গত শুক্রবার তখনই বোর্ডের একজন কর্মকর্তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তিনি এক কপি প্রশ্নপত্র কেনেন।

তিনি দেখতে পান বোর্ডের প্রশ্ন আর ঐ প্রশ্ন একই। ঐ কর্মকর্তা দ্রুত টঙ্গী থেকে টেলিফোন করে বোর্ডের চেয়ারম্যানকে একথা জানান। এর পরপরই আকস্মিকভাবে ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। বোর্ডের অপর এক সূত্র জানায়, চট্টগ্রামে একটি কেন্দ্রে ইংরেজি প্রথম পত্র পরীক্ষার সময় ভুলে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ের প্রশ্ন সরবরাহ করা হয়েছিল। এইভাবে ঐখানেও দু'দিন আগে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গেছে।

এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে গতকাল সকালে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক শিক্ষা সচিব আবদুল্লাহ হারুন পাশা, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর আমানুল্লাহকে নিয়ে এক বৈঠক করেন। বৈঠকে বোর্ডের চেয়ারম্যান শিক্ষামন্ত্রীকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিভিন্ন বিষয় অবহিত করেন। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত বিষয় তদন্ত করার জন্যে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এই তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আমিনুল ইসলামকে। অন্য সদস্যরা হচ্ছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সৈয়দ আবদুর রব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক প্রফেসর ডঃ শামসুর রহমান এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি। **প্রশ্নপত্র ফাঁস ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩**

প্রশ্নপত্র ফাঁস ঃ ১ জন গ্রেফতার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, এই কমিটি দেশে অনুষ্ঠানরত এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার কারণ দ্রুত অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন দেবে। একই সাথে প্রশ্নপত্র ছাপার উন্নয়ন, বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলো আরো উন্নত করার সুপারিশ করবে।

এছাড়া ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রশ্নপত্র ফাঁস তদন্তের জন্য ৩ সদস্যের আরেকটি কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটির সদস্য হচ্ছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নজরুল ইসলাম, প্রধান মূল্যায়ন কর্মকর্তা আবুল খায়ের খান চৌধুরী এবং সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ ফয়েজ উদ্দিন। এই কমিটি ইতিমধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করে দিয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর গতকাল শিক্ষা সচিব আবদুল্লাহ হারুন পাশা স্বরাষ্ট্র সচিব সৈয়দ রেজাউল হায়াতকে চিঠি দিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে আরো কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বলে মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়। এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি গতকাল শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও অবহিত করেছেন বলে অপর একটি সূত্র জানায়। মন্ত্রণালয়ের আরেক সূত্র মন্তব্য করে, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর এসএসসি পরীক্ষা বর্তমানে বিশৃঙ্খল অবস্থায় চলে গেছে। এই নাজুক পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ পরীক্ষা বাতিল করার কথাও চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল; কিন্তু বিজি প্রেস থেকে নতুন প্রশ্নপত্র ছাপানোর নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে না। দু'মাস পর এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হবে। সেই প্রশ্ন ছাপা নিয়েও ব্যস্ততা রয়েছে। এসব বিবেচনা করে এসএসসি পরীক্ষা স্থগিত করে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

বিভিন্ন মহলের নিন্দা ও প্রতিবাদ ঃ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি শহিদুল্লাহ চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম গতকাল শনিবার দেয়া এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলা, গাফিলতি, অসতর্কতা ও দুর্নীতির ফলে এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। গণফোরাম সভাপতি ডঃ কামাল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, এ ধরনের ঘটনা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সরকারের ব্যর্থতার পরিচায়ক।

এছাড়াও যারা এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন তারা হলেন, বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মুঃ মতিউর রহমান, মহাসচিব মুঃ শামসুল হক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি শেখ আমানুল্লাহসহ সমিতি নেতৃবৃন্দ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সভাপতি নুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান তপন, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা মহানগর সভাপতি রুস্তম আলী খোকন ও সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সাহা প্রমুখ। গাজীপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষা স্থগিতের প্রতিবাদে গতকাল সকাল সাড়ে ৯ টায় প্রায় ৭শ' বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থী চান্দনা চৌরাস্তায় ব্যারিকেড দেয়। তারা রাস্তা অবরোধ করে রাখে। এ সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা কমপক্ষে ৮টি গাড়ি ভাঙচুর করে। চান্দনা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের হস্তক্ষেপে বেলা সাড়ে ১১ টায় অবরোধ তুলে নেয়া হয়। সংবাদ-এর মানিকগঞ্জের নিজস্ব বার্তা পরিবেশক জানান, এসএসসি প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে জেলা বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গতকাল দুপুরে শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে।